প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পূর্ণবিবরণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

গতকাল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিলগ্নে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পবিত্র দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আমি মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানি এবং দেশবাসীর আন্তরিক শুভকামনা, সানুগ্রহ সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সংগ্রামী জনতা, অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা ও বীর শহীদদের- যাদের চরম আত্মত্যাগ, অসামান্য অবদান, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি একটি স্বাধীন.সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পায়। স্মরণ করি জাতীয় নেতাদের, যারা জাতিকে সঠিক দিক.নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক সংকটময় পরিস্থিতিতে আমি ও আমার উপদেষ্টামণ্ডলি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কী পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেশের এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে- তা' আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন। আমি নিশ্চিত, দেশবাসী আমার সাথে একমত হবেন যে, এই পরিস্থিতি কারও কাম্য ছিল না। তবুও রূঢ় বাস্তবতা হলো, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুস্থিতি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমুন্নত ও সুদৃঢ় করা আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চাকাকে পুরোপুরি সচল রাখার চ্যালেঞ্জও রয়েছে আমাদের। আমাদের সকলকেই এ সকল চ্যালেঞ্জ দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎকে করতে হবে আরও বেশি উজ্জ্বল, আলোকিত ও কর্মমুখর। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি দেশবাসীকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য জোর আবেদন জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

কেন আমার এই আবেদন? কেনই বা এখন এবং কেনই বা আমার সরকারের তা প্রয়োজন? বাংলাদেশের মানুষের ৩৬ বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রশ্ন রাখতে চাই, আমরা কি কাঙ্ক্ষিত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছি? যা অর্জন করা দুঃসাধ্য ছিল না, তা আমরা কেন অর্জন করতে পারিনি? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়- সীমাহীন দুর্নীতি, জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য, ক্ষমতা, বিত্ত ও প্রতিপত্তির জন্য নীতিহীন প্রতিযোগিতা, হীনস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অযাচিত ব্যক্তিবন্দনা এবং মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতির পরিবর্তে কালোটাকা ও পেশীশক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি নেতিবাচক চিত্র। যদিও ইতিপূর্বে আমাদের সৎ, নীতিবান সুধীজনেরা বারংবার সাবধানবাণী দিয়ে সবাইকে সতর্ক করতে সচেষ্ট ছিলেন- তবুও তাদের সুবচন নির্বাসনেই থেকে গেছে। তাই আজ সময় এসেছে চলুন- আমরা সবাই এ দেশটিকে একটি স্থায়ী ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করি। এ মুহূর্তে তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয় ঐক্য।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, সর্বজন স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ২২ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক, অনিশ্চয়তা ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা' কেবল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক স্বস্তি ও নিরাপত্তাকেই বিঘ্নিত করেনি বরং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছিল।

ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহিংস ও বৈরী মনোভাব; সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি- দেশের নির্ধারিত নির্বাচনকে শুধু অসম্ভব নয়, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামোকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। আমার বিশ্বাস, দেশের ত্যাগী ও নিবেদিত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা, সুশীল সমাজ, সর্বস্তরের নাগরিকগণ এ নেতিবাচক অবস্থার অবসান চান। আমরাও চাই এর চিরস্থায়ী অবসান।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ীই দেশে সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চান। এটি আমাদের সরকারেরও মূল লক্ষ্য।

নির্বাচনের অপরিহার্য নিয়মকানুন ও রীতির অনুসরণ এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতিরেকে যে কোনও সাধারণ নির্বাচন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে. একটি স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সংস্কার সাধন করে বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আর এটি বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা হতে হবে সর্বাত্মক। আমাদের এ কাজে হতে হবে সফল। জাতি আবার হোঁচট খেতে চায় না। চায় না পূর্বেকার অস্থিতিশীল ও অসহনীয় অবস্থায় ফিরে যেতে।

প্রিয় দেশবাসী,

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত. একটি নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, অতীতেও নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড প্রশ্ন ও সন্দেহের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। বর্তমান নির্বাচন কমিশনও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন তাই জরুরি। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্ভুল ও সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশও সমান জরুরি। এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন ও নির্বাচনী ব্যয় মনিটরের বিষয়েও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আপনারা জানেন, ভোটার আইডিকার্ড ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে দাবি রয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা.নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এসকল পদক্ষেপ ও পূর্বশর্তের বাস্তবায়ন যেমন প্রয়োজন, তেমনি একটি অর্থবহ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া। আজ এটি গণদাবি, সময়ের দাবি।

এটা অনস্বীকার্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দেশের ওপর যে অশুভ প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা থেকে মুক্তি না পেলে সত্যিকারের গণতন্ত্রের পথে উত্তরণ সম্ভব নয়। তাই নির্বাচনকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা সংকল্পবদ্ধ। কালোটাকা ও পেশীশক্তি যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং জনগণের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলনকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সে জন্য নির্বাচনের সার্বিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে সংস্কারের সুদৃঢ় কার্যক্রম নেওয়া হবে। বিশেষ করে, নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সবার সমুদয় সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জনের বিশদ বিবরণ ও তার বৈধতা প্রমাণের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমরা চাই নির্বাচনী অঙ্গন থেকে পেশীশক্তি ও অবৈধ অর্থের ব্যবহার নির্বাসিত হোক। আশা করি, রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবেন এবং দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়াসহ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন ঘটাবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

সুষ্ঠু আইন.শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। আইন.শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন, জনগণের জান.মালের নিরাপত্তা বিধান ও সমাজে শান্তি.সুস্থিতি প্রতিষ্ঠায় আমরা অবিরাম কাজ করে চলেছি। ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, র‌্যাব ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্যোগে যৌথ ও সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা শুরু হয়েছে। গডফাদার, দাগী অপরাধী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পবিত্র ধর্মের নামে বোমাবাজি, চরমপন্থি তৎপরতা, অবৈধ অস্ত্র, চোরাকারবারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস এসব ব্যবস্থার ফলে আইন.শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এসব অভিযান ও তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে।

আপনারা জানেন, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পেশাদারিত্বের জন্য সমাদৃত, আমাদের প্রিয় সশস্ত্রবাহিনী আইন.শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস আপনাদের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আইন.শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

তবে আমি এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, দেশের কোনও নিরপরাধ বা নিরীহ মানুষ যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপনারা জানেন, বর্তমান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে রাজনৈতিক সংকটের কারণে। এর সাথে জনপ্রত্যাশার কোনও বিরোধ নেই। ফলে মানবাধিকারসহ জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদ ও গণমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার বিষয়ে আমরা সচেতন।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি এখানে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। দেশের প্রশাসনকে আমাদের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ করে তুলতে হবে। এটি নিশ্চিত করা না গেলে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বা নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সরকারি কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রভু নয়। তারা হচ্ছেন প্রজাতন্ত্রের নিরপেক্ষ কর্মী; জনগণের সেবক। তাদেরকে দলীয় রাজনীতির অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহি বিভাগ থেকে পৃথক করার ব্যাপারে একটি বলিষ্ঠ ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দেশের আইনজীবী ও সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ এর প্রশংসা করেছেন। আমরা চাই বিচার বিভাগের ভাবমর্যাদা সমুন্নত থাকুক। আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা দেখেছেন, কিছুসংখ্যক অসৎ লোকের সীমাহীন দুর্নীতি ও জাতীয় সম্পদের লুটপাট.দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিকে করেছে পশ্চাদপদ, বিপর্যস্ত ও কলুষিত। বিশ্বসভায় আমাদের ভাবমূর্তি ও ইমেজকে করেছে ভূলুণ্ঠিত। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

দেশের জনগণ চায় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দুর্নীতি দমনে পদ্ধতিগত উপায়ে একটি দৃঢ় কার্যক্রম শিগগির শুরু করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহকে পুনর্বিন্যাস ও সক্রিয় করা হবে। সব ধরনের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে এদের কর্মতৎপর করে তোলা হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

বিদ্যুৎ সংকটের কারণে দেশের ব্যবসা.বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের ভোগান্তির কথা আপনাদের সকলের জানা আছে। বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহে ঘাটতি, বিতরণে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র শিল্প ও উৎপাদনের সম্ভাবনাকেই সুদূর পরাহত করেনি- স্বাভাবিক নাগরিক জীবনকে করেছে পর্যুদস্ত। এ অবস্থা থেকে দ্রুত উন্নয়ন ও উত্তরণ আবশ্যক। আপনারা জানেন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিপুল অর্থ ও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। রাতারাতি বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা তাই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য এখনই সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ

করা না হলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও দুর্নীতি রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাসম্ভব বাড়াতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেশের জনসাধারণের বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিভিন্ন দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাজারকে স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে পরিচালিত হতে দিলে নিয়মিত সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য সঠিকভাবে নিরূপিত হবে, যাতে ভোক্তা এবং উৎপাদনকারী উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে বজায় থাকে। বন্দর অব্যবস্থাপনা, পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চক্র কর্তৃক বাজার কুক্ষিগত করাসহ বিভিন্ন অপতৎপরতা বাজারে পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এবং দ্রব্যমূল্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসবের বিরুদ্ধে যথাযথ ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনে বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন- সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরমত সহিষ্ণু হবার। প্রয়োজন যুক্তিহীন আবেগ নির্ভর স্বার্থকেন্দ্রিক না হয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ভিত্তিক প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ধর্মভিত্তিক ও সামাজিক বিভাজনের অশুভ রাহুগ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত রাখতে হবে। এমন সমাজ সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে- 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ সেথা শির'। আমার বিশ্বাস আমাদের সজাগ গণমাধ্যম ও বস্তুনিষ্ঠ নির্ভীক সাংবাদিকতা নিঃসন্দেহে জাতিকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করতে পারবে। আমাদের সচেতন সমাজ, জাতির বিবেক ও আদর্শকে সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখার মহান প্রচেষ্টায় থাকবে সদা সতর্ক ও সচেষ্ট।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতি হিসাবে আমরা শান্তি.সম্প্রীতি, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সকল দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আমাদের রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পরম বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব। আন্তর্জাতিক উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। এক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে আমাদের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক স্বীকৃত রীতি.নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। জাতিসংঘের নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ এবং তা জোরদারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল দেশের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যেতে চাই।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য রীতিসম্মত সাধারণ নির্বাচন সম্পাদন করে আমরা যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে এ কার্যক্রমে দেশবাসীর আন্তরিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় সমর্থন। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সম্পৃক্ততা এ ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ। এক্ষেত্রে বন্ধুপ্রতিম

সকল গণতান্ত্রিক দেশ ও আন্তর্জাতিক সহায়ক গোষ্ঠীর আনুকূল্য দেশের পাশাপাশি বর্হিবিশ্বে আমাদের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রিয় দেশবাসী,

মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম অনুগ্রহ, আপনাদের দোয়া, সমর্থন ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে পারবো- ইনশাআল্লাহ। অনেক ত্যাগ.তিতিক্ষা ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছি। এ দেশে প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে রয়েছে লাখো শহীদের বুকের তাজা রক্ত। তাদের সেই আত্মত্যাগ যে বৃথা নয়, সে সত্য আমাদের প্রমাণ করতেই হবে। স্বাধীনতার জন্য শহীদদের কাছে আমাদের যেমন প্রতিশ্রুতি আছে তেমনি পরবর্তী প্রজণ্মের কাছে রয়েছে আমাদের সকলের জবাবদিহিতা। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে ও স্বাধীনতার গৌরবগাঁথা নিয়ে বেঁচে থাকুক চিরকাল। আসুন- আমাদের অপার সম্ভাবনাময় প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশকে দ্রুত এগিয়ে নিতে আমরা সবাই একযোগে কাজ করি। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমের অপার মহিমায় উদ্বুদ্ধ হই। ভবিষ্যৎ প্রজণ্মকে তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়তা করি।

আমার এবং আমার সহকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যাশা, সকলের সম্মিলিত ও সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে সমর্থ হবো। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবো গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার সুনির্দিষ্ট পথে। সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমাদের আজণ্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সমর্থ হবো। আধুনিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সফলকাম হবো।

পরিশেষে, আমি আপনাদের সবার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ। (সূত্র বাসস)